টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২

(২০১২ সনের ৪৮ নং আইন)

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাস এবং জ্বালানি নিরাপত্তার প্রয়োজনে জীবাশ্ম-জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করিয়া নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার হওয়া আবশ্যক; এবং

যেহেতু জ্বালানি সংরক্ষণ ও ইহার দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানির অপচয় রোধ এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসে ভূমিকা রাখা সম্ভব; এবং

যেহেতু জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

*এস, আর, ও নং ৭৭-আইন/২০১৪, তারিখ: ১৪ মে, ২০১৪ ইং দ্বারা ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২১ মে, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানি" অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, পিট কয়লা, খনিজ তেল, অন্যান্য জীবাশ্ম-জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও আনবিক শক্তি হইতে প্রাপ্ত শক্তি এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসাবে ঘোষিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত জ্বালীনি ও শক্তি;

(২) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(৩) "ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম)" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিতে বর্ণিত ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম;

(৪) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান;

(৫) "জ্বালানি" অর্থ নবায়নযোগ্য ও অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং এইরূপ জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্ট শক্তি;

(৬) "জ্বালানি নিরীক্ষা (Energy Audit)অর্থ ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার এর জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্ত্র ও সরঞ্জাম, জ্বালানি ব্যবহারের প্রক্রিয়া যাচাই, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে জ্বালানির দক্ষতা নিরূপণ, তুলনামূলক জ্বালানি ব্যয় সংক্রান্ত লাভ ক্ষতির হিসাব এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্র সনাক্তকরণপূর্বক জ্বালানি ব্যবহার হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা সম্বলিত কারিগরী প্রতিবেদনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) "জ্বালানি নিরীক্ষক (Energy Auditor) " অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যিনি বা যাহারা বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ ইমারত এবং জ্বালানি ব্যবহারকারী অন্যান্য স্থাপনায়, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে সক্ষম;

(৮) "জ্বালানি ব্যবস্থাপক (Energy Manager) " অর্থ জ্বালানি ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি সার্বক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে জ্বালানি ব্যবহার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, জ্বালানির অদক্ষ এবং অপচয়মূলক ব্যবহার হ্রাস, প্রতিবেদন প্রণয়ন, সংরক্ষণ এবং উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করেন;

(৯) "জ্বালানি সম্পদ" অর্থ দেশে উৎপাদিত অথবা বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সকল ধরনের প্রাথমিক ও বাণিজ্যিক জ্বালানি অথবা রূপান্তরিত জ্বালানি, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, পীট কয়লা, বিদ্যুৎ, অন্যান্য জীবাশ্ম-জ্বালানি, বায়োগ্যাস, বায়োমাস, বায়ো-ফুয়েল, হাইড্রোজেন সেল, জিওথারমাল, জোয়ার-ভাটা ও ঢেউ হইতে প্রাপ্ত শক্তি, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, হাইড্রোপাওয়ার, আনবিক শক্তি, ইত্যাদি;

(১০) "জ্বালানি সংরক্ষণ (Energy Conservation)" অর্থ জ্বালানির দহন দক্ষতা উন্নতকরণ, জ্বালানির অপচয় রোধ, নির্গত তাপ পুনরুদ্ধার ও ব্যবহার, ব্যবহৃত জ্বালানির পরিবর্তে অধিকতর দক্ষতা সম্পন্ন পরিবেশ বান্ধব বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার, জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার, ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে জ্বালানি সংরক্ষণ;

(১১) "টেকসই জ্বালানি" অর্থ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন এবং জ্বালানী সংরক্ষণ ও উহার দক্ষ ব্যবহার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ;

(১২) "ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার হিসাবে ঘোষিত গ্রাহক;

(১৩) "তহবিল" অর্থ ধারা ১৯ এ উল্লিখিত টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল;

(১৪) "নবায়নযোগ্য জ্বালানি" অর্থ বায়োমাস (জ্বালানি কাঠ, ধানের তুষ, আখের ছোবড়া, বর্জ্য ইত্যাদি), বায়ো-ফুয়েল, বায়োগ্যাস, হাইড্রো পাওয়ার, সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, হাইড্রোজেন সেল, জিওথারমাল, জোয়ার-ভাটা ও ঢেউ হইতে প্রাপ্ত জ্বালানি ও শক্তি এবং সরকার কর্তৃক সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে ঘোষিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত জ্বালানি ও শক্তি;

(১৫) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(১৬) "পরিচালনা পর্ষদ" অর্থ ধারা ৯ এর অধীন গঠিত পরিচালনা পর্ষদ;

(১৭) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১৮) "ফুয়েল" অর্থ জ্বালানি দ্রব্য;

(১৯) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২০) "সদস্য" অর্থ পরিচালনা পর্ষদের কোন সদস্য।

আইনের প্রধান্য

৩। আপতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অত্র আইনের উল্লিখিত বিধানাবলী প্রাধন্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং উহার কার্যাবলী, ইত্যাদি

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

৪। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীল মোহর থাকিবে এবং সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উক্ত নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

কর্তৃপক্ষের কার্যালয়

৫। (১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

৬। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সংরক্ষণ এবং ইহার দক্ষ ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্‌বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতি প্রমিতকরণসহ উক্ত যন্ত্রপাতি লেবেলিং এর ব্যবস্থাকরণ;

(৩) জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্তপাতির মান নিরুপণ ও প্রত্যয়ন প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষণাগার স্থাপন বা স্থাপনে সহায়তা প্রদান;

(৪) জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ প্রদান, এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কাজ বা প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভাবনীমূলক অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদ্‌বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ইমারত নির্মাণ বিধি প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

(৬) জ্বালানি ব্যবস্থাপক ও জ্বালানি নিরীক্ষক নিয়োগ ও স্বীকৃত জ্বালানি নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে মান ও যোগ্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন;

(৭) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে জ্বালানি সংরক্ষণ ও উহার দক্ষ ব্যবহার কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধন এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে টেকসই জ্বালানির বাণিজ্যিক বাজার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা;

(৮) টেকসই জ্বালানি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি-বিধান প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

(৯) জ্বালানি অদক্ষ যন্ত্রপাতি চিহ্নিতকরণ এবং উহার উৎপাদন, আমদানী ও বিক্রয় বন্ধ করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১০) জ্বালানি ব্যবহারকারী বিভিন্ন গ্রাহক বা গ্রাহকশ্রেণিকে ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার হিসাবে ঘোষণার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১১) নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদ ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রযুক্তির খতিয়ান (inventory) প্রস্তুততকরণসহ উহার হালনাগাদকরণ এবং উহাদের ভৌগোলিক

অবস্থান চিহ্নিতকরণ ও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের উপযুক্ততা যাচাইপূর্বক আহরণের সম্ভাব্যতা নিরূপণ;

(১২) সিডিএম অথবা অনুরূপ অন্য কোন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়নে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান;

(১৩) নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১৪) নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা,উন্নয়ন, ডেমনস্ট্রেশন ও প্রশিক্ষণ কাজে কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান ;

(১৫) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্‌বুদ্ধকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১৬) নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস চিহ্নিতকরণে সহায়তা প্রদান এবং এইখাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(১৭) নবায়নযোগ্য জ্বালানির ট্যারিফ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের সাথে আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ;

(১৮) সরকারি আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধনে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান;

(১৯) প্রদর্শনী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সেবরকারি পর্যায়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী কার্যক্রম বাণিজ্যিকীকরণে উৎসাহ প্রদান ;

(২০) নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালাসহ এই আইন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়ন,হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(২১) টেকসই জ্বালানি বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থার সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন;

(২২) টেকসই জ্বালানি বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত যোগাযোগ স্থাপন;

(২৩) বিধি দ্বারা বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।